দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 APR 2003

কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েটদের ১০ শতাংশও সন্তোষজনক চাকরি পায় না

স্টাফ রিপোর্টার ॥ গত বুধবার রাজধানীর কাগজগুলোতে ছিল একটি খবর : কাটাবনে মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার সেন্টার নামক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদল তরুণ হামলা চালালে পুলিশের হাতে ৮ জন গ্রেফতার হয়। জানা যায়, প্রশিক্ষণের পর প্রতিশ্রুত চাকরি না পাওয়ায় হতাশ এ তরুণরা এই কাণ্ডটি করে। আবার এ খবরের বিপরীত খবরও রয়েছে: দু'বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ২০ হাজার কম্পিউটার প্রোগ্রামার চেয়েছিল জার্মানি। সে চাহিদার প্রেক্ষিতে মাত্র ২ জন প্রোগ্রামার দিতে পেরেছিল বাংলাদেশ। দুটি ঘটনাই সত্য। এ দুটি ঘটনা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির পাশাপাশি আগামী দিনে এ প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশাল এক প্রত্যাশার বেদনাদায়ক হতাশায় পরিণত হওয়ার ইঙ্গিতও বহন করে।

অনেকটা অবিশ্বাস্য শোনাতে পারে যে, কম্পিউটার বিজ্ঞানে বছরে এ দেশে ৫ হাজার গ্র্যাজুয়েটসহ দেড় লাখেরও বেশি তরুণতরুণী কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। গ্র্যাজুয়েটসহ প্রশিক্ষিতদের খুব কমই চাকরি পেয়ে থাকেন বলে এ প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি জানালেন। কম্পিউটারে প্রশিক্ষিতদের বেকারত্বের কারণ ; দুটি কারণ। প্রথম কারণ, তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র করে এখনও বড় ধরনের চাকরির বাজার গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় কারণ, গ্র্যাজুয়েট ছাড়া প্রশিক্ষিত বলে পরিচিত তরুণদের অধিকাংশই কম্পিউটার নাড়াচাড়া করার প্রাথমিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই জানে না। সরকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে বছরে কমপক্ষে ৫ হাজার গ্র্যাজুয়েট বেরিয়ে থাকে। এদের ১০ শতাংশও সন্তোষজনক চাকরি পায় না। বাকিরা চাকরি যোগাড় করতে পারলেও তা হয় অভাবিত কম বেতনের। চাকরি ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েটদের যখন এমন অবস্থা তখন অন্যদের অবস্থা অনুমেয়।

তা সত্ত্বেও গত ৫ বছরে বাংলাদেশে বেসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে ১৫০০টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

শিক্ষাসূচী যুগোপযোগী নয় ❑ বহু ভুঁইফোড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ॥ উচ্চহারে ফী আদায় করা হয়

কেন্দ্র রয়েছে বলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অনুমান। এ থেকে ধারণা করা যায়, দেশের তরুণদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। একটি সার্টিফিকেট পেলে বেকারত্ব ঘোচানোর সম্ভাবনাও এতে রয়েছে মনে করে তারা এসব প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটছে। বলাবাহুল্য, ভুঁইফোড় এ কেন্দ্রগুলোতেও প্রশিক্ষণের ফী উচ্চ। বহু কেন্দ্র চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চাকরি দিতে পারে খুবই কম। কারণ দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন তরুণ যখন সেটা বুঝতে পারে, তখনই ঘটে বিপত্তি, হয় সে হতাশায় আরও ভেঙ্গে পড়ে নতুবা ভাংচুর, হামলার অভিযোগে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গ্রেফতার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বললেন, বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউশনের শিক্ষা কার্যক্রমও যুগোপযোগী নয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের শিক্ষাসূচীও সেকেলে বলে এক সফটওয়্যার নির্মাতা অভিযোগ করলেন। ফলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বেরোচ্ছে, কিন্তু তাদের শিক্ষা কার্যক্ষেত্রে কোন কাজেই আসছে না। ফলে দেশের ক্ষুদ্র বাজারেই শুধু নয়, বিদেশের বিশাল বাজারেও তাদের চাহিদা নেই।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উদার হলেও কার্যত কোন অগ্রগতি নেই, এমনকি জাতীয় একটি নীতিমালা গ্রহণের পরও। টাইপরাইটারের স্থলে কম্পিউটার আসছে বিভিন্ন অফিসে। কিন্তু টাইপ করাই যে কম্পিউটারের একমাত্র কাজ নয়, আরও সৃজনশীল ব্যবহার রয়েছে এর, তা এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছোট-বড় কর্মচারীরা। সফটওয়্যার সংশ্লিষ্টরা বলেন, সরকার স্থানীয় সফটওয়্যার শিল্পকে বিকাশে কোন নীতি এখনও গ্রহণ করেনি, ফলে চাকরির সুযোগও দ্রুত বাড়ছে না দেশে। যেহেতু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত, তাই কম্পিউটার শিক্ষা আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হতে হবে।